কৃষি নীতি:

ডিজিটাল প্রেক্ষিত পর্যালোচনা

এ.কে.এম. মাসুদ আলী

নির্বাহী পরিচালক, ইনসিডিন বাংলাদেশ

কৃষি নীতির ডিজিটাল প্রেক্ষিত কেন প্রাসঙ্গিক?

১. ডিজিটাল বাংলাদেশ বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার ও ২০২১ পর্যন্ত উন্নয়ন রূপকল্পের একটি গুর"ত্বপূর্ণ মাত্রা।

২. এরইমধ্যে বিভিন্ন প্রকার ডিজিটাল সেবা (যেমন; মোবাইল ফোনে কৃষি তথ্য সেবা) কৃষি ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে এবং ক্রমেই এ ধরণের সেবার ক্ষেত্র, সম্ভাবনা, চাহিদা ও সরবরাহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে নির্দিষ্ট নীতি গৃহিত না হলে বিদ্যমান সেবা ও সম্ভাবনাগুলোকে কৃষকবান্ধব করা সম্ভব হবে না।

৩. সরকার ইউনিয়ন পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারনের উদ্দেশ্যে তথ্য সেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছেন।

এ কারণে কৃষি নীতি ভাবনার ক্ষেত্রে ডিজিটাল প্রেক্ষিত নির্মানের এটাই সঠিক সময়।

কৃষি নীতির ডিজিটাল প্রেক্ষিত কি কি ক্ষেত্রে বিবেচ্য?

কৃষকদের সাথে মতবিনিময়ে নিম্নে উলিখিত ক্ষেত্রসমূহে সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে

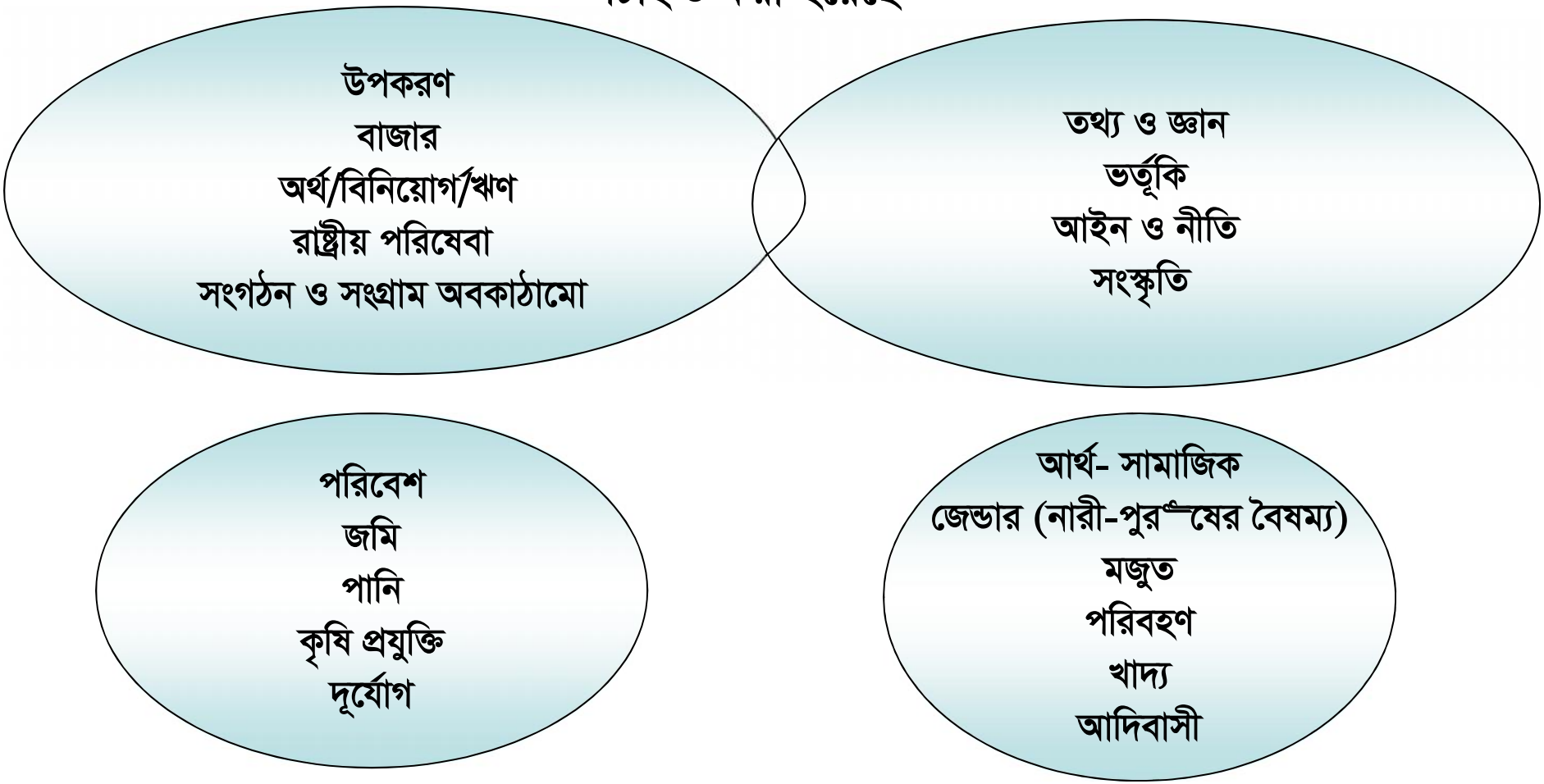

কৃষিনীতির ডিজিটাল প্রেক্ষিত কেন প্রাসঙ্গিক?

ডিজিটাল বাংলাদেশের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ভিত্তি হিসাবে

কৃষিসহ রাষ্ট্রীয় সেবা ও উৎপাদনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই জোর দিতে হবেঃ

১. ডিজিটাল তথ্য অবকাঠামোর বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও দক্ষ্য মানব সম্পদ বিকাশ।

২. সরকারি সেবাসমূহের ডিজিটাল সংযোগ কাঠামো গড়ে তোলা।

৩. ডিজিটাল ব্যবস্থাপনায় বাজার ও সরকারের কাছে জনগণের প্রত্যাশা পূরণ ও জনগণের সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিতের উপযোগী রাষ্ট্রীয় আইন,প্রতিষ্ঠান ও নীতি কাঠামো গড়ে তোলা।

কৃষি নীতির ডিজিটাল প্রেক্ষিত কেন প্রাসঙ্গিক?

ডিজিটাল ব্যবস্থা প্রর্বতনের
পরিকল্পনা - কৃষিখাতে স্থায়ী রূপ পাবে
কৃষি নীতি-নির্দেশনার আওতায়!

কৃষি নীতির খসড়া চুড়ান্ত করণ
এ কারণে ডিজিটাল প্রস্তাবনা
ছাড়া থাকবে
অসম্পূর্ণ।

কৃষি খাতের নীতি প্রস্তাবনায়
সরকারি সেবা, প্রতিষ্ঠান ও আইন
কিভাবে তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগ
করে কৃষক-বান্ধব পরিবেশ
তৈরি করবে-কৃষি নীতিতে
তা থাকতে হবে।

কৃষিনীতি প্রসঙ্গে কৃষকের মতামত

গণ কৃষি কমিশনের ফলাফল অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে কৃষক জনতার অভিমত ছিল নিম্নরূপ-

১. কৃষক, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র কৃষকের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে মালিকানা সুরক্ষা, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও বাজার নিশ্চয়তা প্রদানকারী একটি কৃষকবান্ধব নীতিকাঠামো।

২. কৃষি উন্নয়ন বলতে প্রাথমিকভাবে বুঝতে হবে কৃষিজীবি মানুষের টেকসই জীবিকার নিশ্চয়তা।

কৃষি নীতি প্রসঙ্গে কৃষকের মতামত

গণ কৃষি কমিশনের ফলাফল অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে কৃষক জনতার অভিমত ছিল নিম্নরূপ-

৩. কৃষি প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ফসলের উৎপাদনশীলতার পাশাপাশি জনস্বাস্থ্য, সুস্থ পরিবেশ-প্রতিবেশ, ব্যয় কাঠামো এবং স্থানীয় জ্ঞানের প্রাধান্যকে স্বীকৃতি দিতে হবে ।

৪. কৃষি উন্নয়ন আধুনিক কৃষির সম্প্রসারণ হিসেবে না দেখে দেখতে হবে আধুনিক কৃষির বিপর্যয় হতে উত্তরণ এবং টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা ও খাদ্য সার্বভৌমত্ব নিশ্চিতের কর্মপন্থা হিসেবে।

কৃষি নীতি প্রসঙ্গে কৃষকের মতামত

গণ কৃষি কমিশনের ফলাফল অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে কৃষক জনতার অভিমত ছিল নিম্নরূপ-

৫. কৃষকবান্ধব ভূমি সংস্কার, সরকারি পরিষেবা কাঠামো ও কর্মীদলকে গণমূখীকরণ

৬. বাজারকে আইনের কাছে দায়বদ্ধকরণ এবং কৃষি উপকরণের মান নিশ্চিত করতে প্রযুক্তি, কৃষির উপকরণ ও পুঁজির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সেবাকাঠামোর সম্প্রসারণ করা

৭. অবকাঠামো ও আইনের পাশাপাশি ক্ষুদ্র কৃষকের সংগঠন গড়ে তোলা

কৃষিনীতি প্রসঙ্গে কৃষকের মতামত

গণ কৃষি কমিশনের ফলাফল অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে কৃষক জনতার অভিমত ছিল নিম্নরূপ-

“ কৃষিনীতি প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় খোদ কৃষকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে! ”

কৃষি নীতির ডিজিটাল প্রেক্ষিত কি কি ক্ষেত্রে বিবেচ্য?

কৃষকদের সাথে মতবিনিময়ে নিম্নে উলিখিত ক্ষেত্রসমূহেকে সনাক্ত করা হয়েছে:

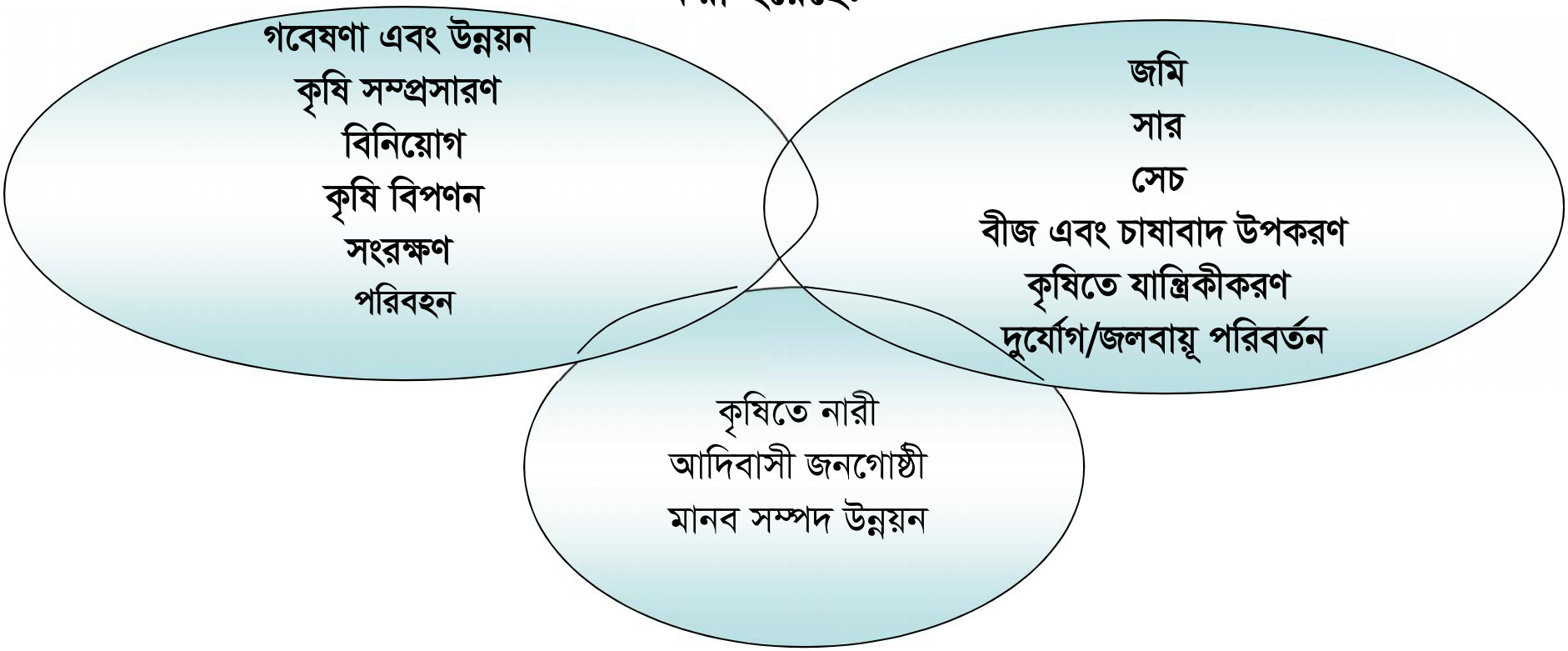

কৃষি নীতির ডিজিটাল প্রেক্ষিত কি কি ক্ষেত্রে বিবেচ্য?

কৃষকদের সাথে মতবিনিময়ে নিম্নে উলিখিত ক্ষেত্রসমূহেকে সনাক্ত করা হয়েছে:

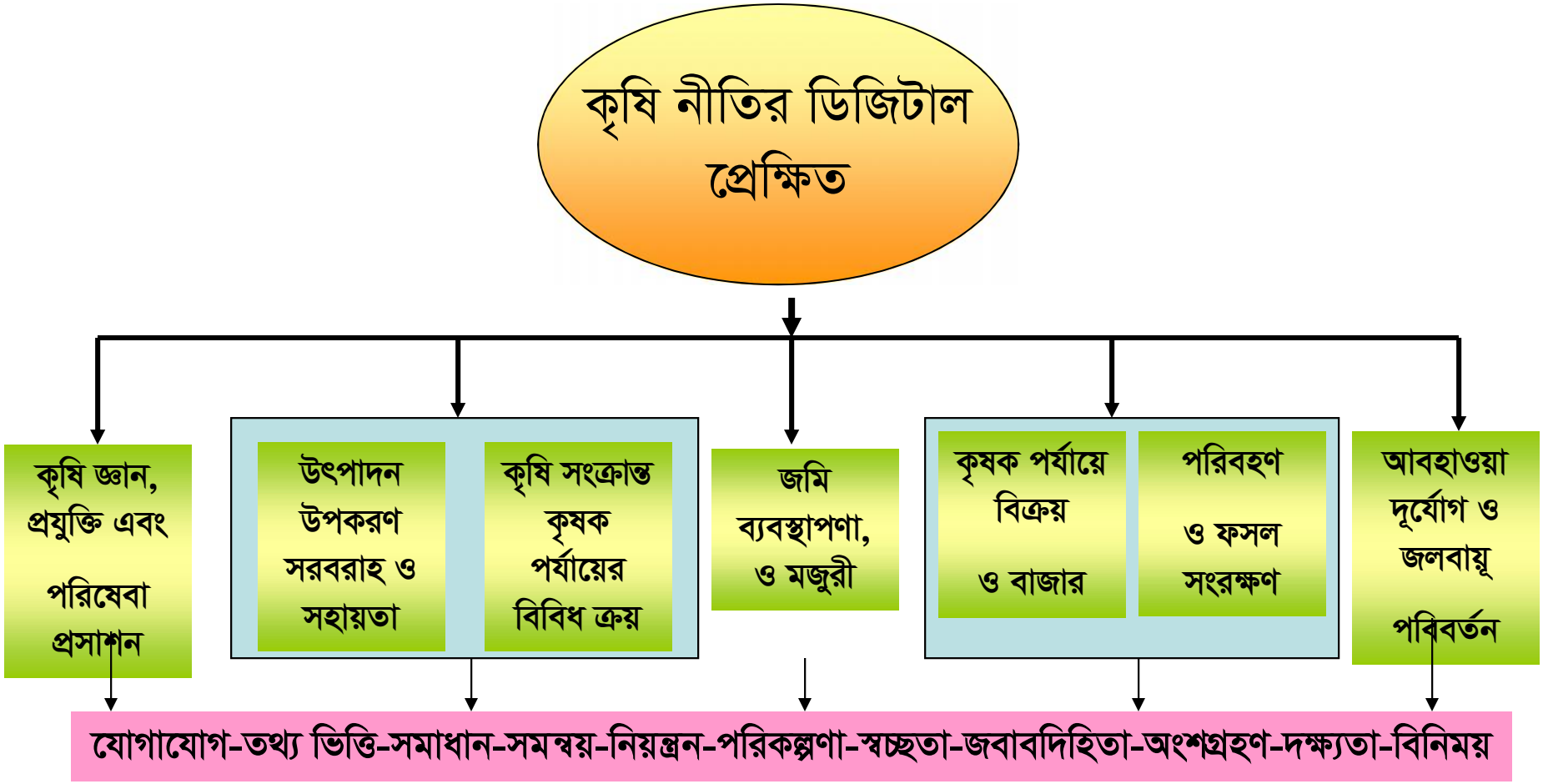

কৃষি জ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিষেবা প্রশাসন

কৃষকের মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতাকে কৃষি তথ্য ভান্ডারে স্থান দিয়ে ও কৃষকের তথ্য এবং প্রযুক্তিগত চাহিদা সংগ্রহ করে তার নিরিখে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে - তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে তা কৃষক পর্যায়ে পৌঁছে দেয়া।

কৃষকের উৎপাদন (ফসল, মৎস্য, পশু -পাখি) সংক্রান্ত প্রযুক্তি ও বিকল্প বাছাই, বিবিধ সংকট (উৎপাদন প্রক্রিয়ায় রোগ- বালাইয়ের প্রাদুর্ভাব) ও দুর্যোগ নিরসনে সহায়তা এবং উৎপাদন উপকরণ বাছাই ও সংকট, ঋণ সংগ্রহ, বাজারজাতকরণ, ফসল সংরক্ষণ ও পরিবহনে তথ্য প্রযুক্তি সহায়তা কৃষক পর্যায়ে নিয়ে আসা।

সরকারি পরিষেবা সংক্রান্ত তথ্য, দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের কর্মপরিধি/সময়সূচী ও সেবা প্রাপ্তির শর্তাবলী তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে প্রচার ও কৃষকের মতামত সংগ্রহ ও প্রচারের মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে সেবা পৌঁছে দেয়া ও প্রশাসনকে *কৃষকের ই-নজরদারীর* আওতায় আনা।

উৎপাদন উপকরণ সরবরাহ ও সহায়তা

কৃষকের উপকরণ (বীজ, সার, কীটনাশক, ঋণ, সেচ প্রভৃতি) চাহিদা নিরূপণ ও সরকারি উৎসে/সংস্থায়/ ব্যবস্থাপনায় কি পরিমান আছে এবং উপকরণের মূল্য ও মান সম্পর্কিত তথ্য কৃষক পর্যায়ে পৌঁছে দেয়ায় তথ্য প্রযুক্তির পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার নিশ্চিত করা।

কৃষকের ভর্তুকী সংক্রান্ত তথ্য ও সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা আনয়নে তথ্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও ই-ব্যাংকিং'এর আওতায় স্বচ্ছ ও মধ্যস্বত্বভোগীদের আওতামুক্ত আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির পথ গড়ে তোলা।

কৃষি ভর্তুকী কার্ড ও কৃষকের ব্যাংক এ্যাকাউন্টকে কৃষি সংক্রান্ত ডিজিটাল কাঠামোয় একাত্ম করে নিয়ে তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক ***ই-কৃষি-উপকরণ-বাজারের*** প্রবর্তন এবং কৃষকের যথাযথ সরকারি সহায়তা নিশ্চিতকরণ ও তার উপর কৃষকের ***ই-নজরদারী*** করবার পথ গড়ে তোলা।

কৃষি সংক্রান্ত কৃষক পর্যায়ের বিবিধ ক্রয়

কৃষকের উপকরণ (বীজ, সার, কীটনাশক, ঋণ, সেচ, কৃষি শ্রম প্রভৃতি) ক্রয়ের ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির সেবা সম্প্রসারণ যাতে কৃষক প্রতারিত না হয়, অযথা হয়রানির শিকার না হয় এবং যাতে যাতায়াত ব্যয় ও সময় বাঁচাতে পারে।

কৃষকের ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ ও চাহিদা নিরূপণ এবং পণ্য ও সেবা সংক্রান্ত মতামত সংগ্রহ- বিতরণ : যাতে কৃষকের আনুকূলে বাজার ও সরকারি সরবরাহের পরিমান, সময়কাল, মান ও মূল্য বজায় রাখা যায়।

সরকারি সংস্থা বা সরকারি সরবরাহ ব্যবস্থার আওতাধীন বাজারে কৃষকের ই-ক্রয় /ই-বুকিং এবং ই-নজরদারী প্রতিষ্ঠা ও সহায়ক তথ্য কাঠামো প্রবর্তন।

জমি ব্যবস্থাপনা ও মজুরি

জমি রেজিস্ট্রেশন, জরিপ তথা মালিকানা নির্ধারণে; জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিরসনে; খাস জমি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ/বিতরণ ও খাস জমি বণ্টন প্রক্রিয়াকে সহজ ও স্বচ্ছকরণ, জমির খাজনা প্রদানে ও সে সংক্রান্ত তথ্য কৃষক পর্যায়ে পৌঁছে দিতে তথ্য প্রযুক্তির সেবা সম্প্রসারণ যাতে কৃষক প্রতারিত না হয়, অযথা হয়রানির শিকার না হয় এবং যাতে অর্থিক ব্যয় ও সময় বাঁচাতে পারে।

কৃষি শ্রমিকের সাথে নিয়োগ কর্তার যোগাযোগ ও মজুরি সংক্রান্ত তথ্য প্রদানে তথ্য প্রযুক্তিকে কৃষি শ্রমিক তথা কৃষি সংশিষ্ট জনগোষ্ঠীর নাগালে নিয়ে আসা। মজুরি প্রদান ও মজুরি নির্ধারনী প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ ও অংশগ্রহণমূলক করা।

ভূমি প্রশাসনকে ডিজিটাল ব্যবস্থাপনায় সহজগম্য ও ভূমি প্রশাসনের উপর জনগণের ই-নজরদারি এবং ই-কৃষি শ্রম বাজার গড়ে তোলা।

কৃষক পর্যায় বিক্রয় ও বাজার

কৃষক যেন মধ্যস্বত্বভোগী ছাড়াই সরাসরি ক্রেতার সাথে যোগাযোগ ও বিপণন করতে পারে, বাজার সংক্রান্ত তথ্য (যেমন পণ্য মূল্য ও চাহিদা প্রভৃতি) জানতে পারে এবং সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতার সাথে অংশ নিতে পারে - তার নিশ্চয়তা দিতে তথ্য প্রযুক্তির সেবা সম্প্রসারণ করা যাতে কৃষক লাভজনক মূল্য পায়, প্রতারিত না হয়, অযথা হয়রানির শিকার না হয় এবং যাতে অর্থিক ব্যয় ও ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে।

কৃষক পর্যায়ে উৎপাদন ব্যয় এবং উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য সারণী প্রস্তুত, হাল নাগাদ করণ যাতে সরকার তার খাদ্য শস্য ও পাট ক্রয় মূল্য ও লক্ষ্যমাত্রা কৃষক উপযোগী রূপে গ্রহণ করতে পারে।

ই-কৃষি বাজার ব্যবস্থা গড়ে তুলে কৃষকের জন্য সরাসরি বিপনন সুগম করা।

পরিবহণ ও ফসল সংবক্ষণ

কৃষক যেন সঠিক সময়ে স্বল্পতম ব্যয়ে তার পণ্য পরিবহণ করতে পারে তার নিশ্চয়তাকল্পে তথ্য প্রযুক্তির সেবা সম্প্রসারণ করা (পরিবহন সময়-সূচী, মূল্য হার সংক্রান্ত তথ্য কৃষকের কাছে পৌছে দেয়া এবং কৃষকের চাহিদা নিরূপণের মাধ্যমে পরিবহণ ব্যবস্থা সাজাতে কৃষকের মতামত সংগ্রহ/ বিতরণ) ।

কৃষকের উৎপাদিত পণ্যে সংরক্ষণ চাহিদা নিরূপণ এবং বিভিন্ন শস্য সংরক্ষণাগারের (গুদাম/হিমাগার প্রভৃতি) মূল্য হার ও ধারণ ক্ষমতা সংক্রান্ত তথ্য ক্রমাগত হালনাগাদ করণ ও বিতরণ এবং তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে আগাম স্থান সংরক্ষণ, মূল্য পরিশোধ ও সেবা মান সংক্রান্ত তথ্য ও মতামত প্রদানে তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ।

কৃষক বান্ধব পরিবহন ও শষ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে তথ্য প্রবাহ।

আবহাওয়া-দূর্যোগ ও জলবায়ূ পরিববর্তন

নিয়মিত আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রদান, স্থানীয় আবহাওয়া সংক্রান্ত প্রকৃত তথ্য ক্রমাগত হালনাগাদ করন, দুর্যোগ পূর্বাভাস ও প্রকৃত দুর্যোগ সংক্রান্ত কৃষক পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ, আবহাওয়া উপযোগি কৃষি তথ্য সহায়তা,আপৎকালীন বিবিধ নির্দেশনা ও সেবা সংক্রান্ত তথ্য ও সহায়তা/ত্রাণ বিতরণ/ পুণর্বাসন সংক্রান্ত তথ্য এবং সে ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনয়নে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার।

জলবায়ু পরিবর্তনের গতিমুখ নির্ধারণ (যেমন বৃষ্টি পাতের সময় কাল ও পরিমান পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্য), কৃষক পর্যায়ে পরিবর্তন/ প্রভাব / খাপ খাইয়ে নেয়ার কৌশল প্রভৃতি কৃষক পর্যায় থেকে নিয়মিত সংগ্রহ ও প্রচার এবং পরিবর্তিত পরিবেশ উপযোগী কৃষি তথ্য সহায়তা,আপৎকালিণ বিবিধ নির্দেশ ও সেবা সংক্রান্ত তথ্য ও সহায়তা/ত্রান বিতরন সংক্রান্ত তথ্য এবং সে ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনয়নে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার।

কৃষক পর্যায়ে উৎপাদন, ফসল কাটা, পরিবহন, সংরক্ষণ ও বাজারজাত করনের ক্ষেত্রে আবহাওয়া্ জনিত ঝুঁকী হ্রাস করা ও অভিযোজন দক্ষ্যতার বিনিময়।

মূল কথা: কৃষকের নাগালে ও নিয়ন্ত্রনে

ডিজিটাল সেবা ভিত্তিক প্রযুক্তি ও প্রশাসনকে কৃষকের কল্যাণে, কৃষকের উপযোগী রূপে, কৃষক ব্যবস্থাপনায় এবং কৃষকের জন্য সহজগম্য/সহজে ব্যবহার যোগ্য অবস্থা ও অবস্থানে আনার লক্ষ্যে - কৃষি মন্ত্রনালয় তার আওতাধীন সংস্থাসমূহ ও প্রাসঙ্গীক মন্ত্রনালয়সমূহের সাথে সমন্বয় সাধন করবে এবং সকল ক্ষেত্রেই লক্ষ্য রাখবেন যেন ডিজিটাল ব্যবস্থা ধনী ও প্রান্তিক এবং ডিজিটাল ব্যাবস্থায় দক্ষ্য ও অদক্ষ্য কৃষকের মাঝে বৈষম্যের প্রাচীর সৃষ্টি না করে। এই লক্ষ্যে সরকার ডিজিটাল দক্ষ্যতা তথা শিক্ষা বিস্তারের কর্মসূচী পরিচালনা করবে এবং বৈষম্যের শিকার কৃষক (ভূমিহীন, আদিবাসী, নারী ও সংখ্যালঘু) জনগোষ্ঠীর জন্য অন্তর্বর্তীকালিন বিশেষ সহায়তার ব্যবস্থা করবে - যেন সাংবিধানিক "সাম্যের ঘোষনা" ডিজিটাল প্রেক্ষিতেও সর্বসাধারণের জন্য অটুট থাকে।

নতুন একটি **কৃষক বান্ধব কৃষি নীতি** গড়ে তুলবার ডিজিটাল প্রেক্ষিত নিয়ে আলোচনার সূচনায়

আপনাদের সহযোগীতার জন্য

ধন্যবাদ!!!

এবার মুক্ত আলোচনায় আসুন আমরা আমাদের নিজেস্ব অভিমত তুলে ধরি .. .. ..